২১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...31 DEC. 1984...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

সাক্ষরতা আন্দোলন কোন্ পথে

ডঃ কে, এম, সিরাজুল ইসলাম

করতে হবে।

(৮) দরিদ্র কর্মরত শিশুদের জন্য বিকালে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৯) দরিদ্র শিশুদের জন্য ঐচ্ছিক রোজগারমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১০) যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে আসে না কিংবা অকালে বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাদের বিদ্যালয়ে আনবার জন্য শিক্ষক অভিভাবকের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য বেতার, টেলিভিশন, পল্লীগীতি ইত্যাদির মাধ্যমে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

(১২) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কিছুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১৩) স্থানীয় অভিভাবকদের মনে একাত্মবোধ জাগরিত করার জন্য বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

(১৪) দরিদ্র মেধাবী মেয়েদের জন্য অধিক বৃত্তি প্রথার চালু করা যেতে পারে।

(১৫) প্রতিটি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সার্বক্ষণিক পরিদর্শন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়নের ভিত্তিতে সংস্কার, পুরস্কার এবং শাস্তির বিধান করতে হবে।

(১৬) মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলোতে বাংলা ও সাধারণ অংক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুদানের মাধ্যমে আরও সক্রিয় করে তোলা যেতে পারে।

(ছ) কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু পাঠ্যবই এবং নয়া পড়ুয়াদের জন্য উপযুক্ত বইপত্র সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে অবশ্য যে সমস্ত সংস্থার নিজস্ব সুবিধা আছে তাদের নিজস্ব শিক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে।

(জ) নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। হয় তাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় অথবা পৃথক সময়ের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(ঝ) প্রত্যেকটি গ্রামে নয়া পড়ুয়াদের জন্য আন্তঃমন্ত্রালয় পাঠাগার স্থাপন করা যেতে পারে।

(ঞ) সাক্ষরতায় নিয়োজিত শিক্ষকদের ৫০% বেতন মাসিক বেতনের ভিত্তিতে আর ৫০% সম্মানী সফল সাক্ষরদের সংখ্যার অনুপাতে এককালীন দেয়া যেতে পারে। সাক্ষরতায় নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে সাফল্যের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ট) দেশব্যাপী সাক্ষরতা অভিযানকে অধিক কার্যকরী করে তোলার জন্য বেতার; টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদি গণ মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঠ) প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টির পর এমন আইন করা যেতে পারে যাতে নিরক্ষরদের সরকারী চাকুরী, ভোট অধিকার, ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়; যাতে করে তারা বাধ্য হয়ে সাক্ষরতার সুযোগ গ্রহণ করে।

বয়স্ক শিক্ষাঃ

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশে আগের দিনে জীবন যাত্রা ছিল খুবই সহজ। প্রায় সবাইকে নির্ভর করতে হত সহজলব্ধ কৃষি সম্পদের ওপর। তখন দেশের জনসংখ্যাও ছিল কম। উপরন্তু বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা আপামর জনসাধারকে তেমন বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারেনি। বর্তমানে একদিকে যেমন জনসংখ্যা ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে তারই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে জীবনের চাহিদা। দেশের প্রায় ৬ কোটি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ নিরক্ষর। এই বিপুল জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার পূর্ব শর্তই হল সাক্ষরতা।

বয়স্ক শিক্ষার সুপারিশমালাঃ

(ক) ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষার বিধান করতে হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার সাথে সাথে বাধ্যতামূলক বয়স্ক শিক্ষারও বন্দোবস্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তবে তার সাথে দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

(খ) উচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সার্বক্ষণিক একটি সাক্ষরতা পরিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাপক সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালন করা যেতে পারে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা নিশ্চিতকরণের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্রীয় আন্তঃমন্ত্রণালয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

(গ) দেশব্যাপী সাক্ষরতা অভিযানকে সফল করার জন্য প্রতি গ্রামের নিরক্ষরদের ওপর একটি জরিপ চালান একান্ত প্রয়োজন। এই জরিপে প্রাপ্ত নিরক্ষরদের বয়স অনুযায়ী তিনটি ভাগে